ইউনিট ১৩

পোল্ট্রির বাণিজ্যিক খামার স্থাপন

পোল্ট্রির খামার একটি অত্যন্ত লাভজনক শিল্প হিসেবে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত। এ শিল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং আমিষ খাদ্য যথা- ডিম ও মাংসের উৎপাদন বাড়ায়। বাংলাদেশেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস-মুরগি পালন একটি সম্ভাবনাময় শিল্প হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে যে খামারে বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোন থেকে পোল্ট্রি পালন করা হয় তাকে বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামার বলে। এটি লেয়ার, ব্রয়লার বা প্যারেন্ট স্টক খামার হতে পারে। বর্তমানে সাভার, চট্টগ্রাম, গাজীপুরসহ সারাদেশের শহর, শহরতলী এবং গ্রামে উলে- খযোগ্য সংখ্যক বাণিজ্যিক খামার স্থাপিত হয়েছে। মাংস উৎপাদনের জন্য পোল্ট্রির খামার করলে একে ব্রয়লার খামার বলে। আবার ডিম উৎপাদনের জন্য পোল্ট্রির খামার করলে একে লেয়ার খামার বলে । যে ধরনের খামারই স্থাপন করা হোক না কেন তা লাভজনক করতে হলে খামার স্থাপনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা, বিজ্ঞানসম্মত ব্যাবস্থাপনা এবং সঠিক পরিচালনা প্রয়োজন। খামারের স্থান নির্বাচন থেকে বাসস্থান, জাত নির্বাচন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি সকল বিষয়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে ব্রয়লার ও ডিম পাড়া মুরগির খামার পরিকল্পনা, ব্যাবস্থাপনা, খামারের দৈনন্দিন কার্যক্রম ও খামারের আয়-ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ১৩.১

খামার পরিকল্পনা, ব্যাবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খামার কত ধরনের হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্রয়লার ও ডিম পাড়া মুরগির খামার পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয় সমূহ জানতে ও লিখতে পারবেন।
- সুষ্ঠু খামার ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে ও লিখতে পারবেন।
- লিটার ও এর প্রকারভেদ, ব্যবস্থাপনা, পরিচর্যা সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- খামারে দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- খামার ব্যবস্থাপকের ও শ্রমিকের দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কে জানতে ও লিখতে পারবেন।

পোল্ট্রির উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে প্রধানত তিন ধরনের খামার স্থাপন করা যায় যেমন- (১) মাংস উৎপাদনের ব্রয়লার মুরগি খামার, (২) ডিম উৎপাদনের জন্য লেয়ার খামার ও (৩) পোল্ট্রির বাচ্চা উৎপাদনের জন্য হ্যাচারি খামার। বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামার স্থাপনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খামার স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া। আর আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, কোন ধরনের খামার স্থাপন করা সুবিধাজনক। যেমন- ব্রয়লার খামার, লেয়ার খামার, হ্যাচারি খামার অথবা বিভিন্ন উৎপাদনের সমন্বয়ে সমন্বিত খামার। মনে রাখতে হবে সুষ্ঠু পরিকল্পনাই অভীষ্ট উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়। খামারের আকার, আয়তন এবং উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে পূর্বাহ্নেই মূলধন বিনিয়োগসহ অন্যান্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। লাভজনকভাবে খামার স্থাপনের ৬টি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। যেমন-

> খামার স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া।

১. উন্নত জাত
২. সুষম খাদ্য
৩. উপযুক্ত বাসস্থান
৪. রোগ প্রতিরোধ
৫. সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা
৬. পণ্য বাজারজাতকরণ

এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে সঠিকভাবে খামার স্থাপনের পরিকল্পনা করতে হয়। খামারের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের বিষয়গুলোও খামার পরিকল্পনার সময় বিবেচনা রাখতে হয়।

ক. ব্রয়লার খামার পরিকল্পনা

মাংস উৎপাদানের জন্য যে খামারে মুরগি পালন করা হয় সেটাই ব্রয়লার খামার। ব্রয়লার মাত্র ৬ সপ্তাহ লালন পালন করার পর বাজারজাত করা হয়। তাই অল্প সময়ে এদের নিবিড়

ব্রয়লার মাত্র ৬ সপ্তাহ লালন পালন করার পর বাজারজাত করা হয়।

ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়। তাই পোল্ট্রি ব্যবসায় ব্রয়লার খামারকে একটি বিশেষ শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যে কোন খামার পরিকল্পনার মূল বিষয়ের সাথে আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হয়। ব্রয়লার খামার পরিকল্পনার সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। যথা-

১. মূলধন
২. স্থান ও জমি
৩. বাসস্থান
৪. সুস্থ হাইব্রিড বাচ্চা
৫. সুষম খাদ্য ও পানি
৬. খামারের আকার
৭. যোগাযোগের ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ
৮. ব্রয়লার মুরগির চাহিদা ও বাজার
৯. প্রতিষেধক টিকা ও ওষুধ
১০. সম্ভাব্য বার্ষিক আয়-ব্যয়

খ. ডিম পাড়া মুরগির খামার পরিকল্পনা

লেয়ার বা ডিমপাড়া মুরগির খামারে ২০ সপ্তাহ পরে মুরগি উৎপাদনে আসে এবং ১ বছরব্যাপী ডিম দেয়। লেয়ার মুরগি ১ বছর খামারে থাকে। তাই লাভজনকভাবে ডিমপাড়া মুরগির খামার পরিকল্পনার বেলায় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ চিন্তা করতে হবে।

১. মূলধন
২. স্থান ও জমি
৩. বাসস্থান
৪. উন্নত হাইব্রিড বাচ্চা
৫. সুষম খাদ্য ও জমি
৬. খামারের আকার
৭. যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ
৮. ডিমের চাহিদা, বাজারদর ও পরিবহন
৯. বয়স্ক মুরগির বাজার
১০. শ্রমিক প্রাপ্যতা
১১. সম্ভ্যাব্য বার্ষিক আয়-ব্যয়
১২. প্রতিষধক টিকা ও ওষুধ

খামারে বার্ষিক গড়ে ডিম উৎপাদনক্ষমতা ৭০-৭৫% ধরা হয়।

খামারে বার্ষিক গড়ে ডিম উৎপাদনক্ষমতা ৭০-৭৫% ধরা হয়। প্রতিটি খাবার ডিমে গড় দাম ৫.০ টাকা। খামারে গড়ে ৮৮টি মুরগি সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকে। বয়স্ক পুরনো মুরগি বিক্রি করে এবং উৎপাদন খরচ বাদে শতকরা ১৫-২০ টাকা হারে যাতে লাভ থাকে সে হিসেবে পরিকল্পনা করতে হবে।

খামার ব্যবস্থাপনা

সুষ্ঠু খামার ব্যবস্থাপনা লাভজনক উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বাস্থ্যসম্মত উন্নত পোল্ট্রি পালন ব্যবস্থাপনায় পাখি স্বাস্থ্যবান থাকে এবং পাখির পর্যাপ্ত উৎপাদনে খামার লাভজনক হয় । খামার ব্যবস্থাপনার ২টি দিক রয়েছে। যথা- (১) প্রশাসনিক ও (২) কারিগরি। খামারের সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয় ও শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার

অধীন। তবে ব্যবস্থাপনার কারিগরি দিকগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নবর্ণিত কারিগরি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক।

১. উপযুক্ত বাসস্থান
২. ঘরের মেঝেতে বা খাঁচায় প্রয়োজনীয় জায়গা
৩. লিটার ব্যবস্থাপনা
৪. ঘরে আলো ও বায়ু চলাচল ব্যবস্থা
৫. সুষম খাদ্য, খাবার পাত্র, পানির পাত্র ও ঝিনুকের গুঁড়া রাখার পাত্র
৬. ঘরের আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা
৭. নিয়মিত মুরগি বাছাই ও ছাঁটাই
৮. ডিম পাড়ার বাক্স স্থাপন
৯. প্রজনন খামারে মোরগ-মুরগির অনুপাত
১০. পাখির ঠোঁট কাটা
১১. রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা
১২. খামারের আয়-ব্যয়ের হিসাব রেকর্ড রাখা

লিটার ও এর ব্যবস্থাপনা

পশুপাখির বিছানাকেই ইংরেজিতে লিটার বলে।

পশুপাখির বিছানাকেই ইংরেজিতে লিটার বলে। অর্থাৎ লিটার বলতে পোল্ট্রির ঘরে শয্যা হিসেবে ব্যবহৃত নানাবিধ বস্তুকেই বোঝায়। এক কথায় বাসস্থানকে আরামদায়ক করার জন্য পোল্ট্রির ঘরে যে বিছানা ব্যবহার করা হয় তাকে লিটার বলে।

লিটারের উপকরণ

লিটার হিসেবে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব বস্তু ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জৈবিক বস্তুসমূহের মধ্যে সাধারণত কাঠের গুঁড়ো, কাঠের ছিলকা, তুষ, ধান বা গমের শুকনো খড়ের টুকরো, শুকনো ঘাস, আঁখের ছোবড়া ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। অজৈবিক বস্তুসমূহের মধ্যে ছাই, বালি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

লিটারের উপকরণগুলোর বৈশিষ্ট্য

১. এদের শোষণক্ষমতা বেশি হবে, নিজস্ব জলীয় অংশ কমে গেলেও ধুলোর সৃষ্টি করবে না
২. এগুলো সস্তা ও সহজলভ্য হবে
৩. এগুলো ওজনে হালকা, নরম ও আরামদায়ক হবে
৪. এগুলো আকারে ছোট হবে
৫. এরা স্বচ্ছ, তাপবাহী ও ছত্রাকমুক্ত থাকবে

লিটারের প্রয়োজনীয়তা ঃ

নিম্নলিখিত কারণে পোল্ট্রির ঘরে লিটার বিছানোর প্রয়োজন পড়ে। যথা-

১. পোল্ট্রিকে আরামে রাখার জন্য
২. পোল্ট্রির বিষ্ঠার জলীয় অংশ শোষণ করে ঘরকে ময়লা ও দুর্গন্ধমুক্ত রাখার জন্য
৩. পোল্ট্রির শরীরকে পরিষ্কার রাখার জন্য
৪. ময়লামুক্ত ডিম পাওয়ার জন্য
৫. শীতের দিনে ঘর গরম রাখা ও গরমের দিনে ঠান্ডা রাখার জন্য

লিটারের শ্রেণীবিন্যাস

সাধারণত তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে লিটারের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়ে থাকে। যথা-

ক. উপকরণের ওপর ভিত্তি করে
খ. লিটারের পুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে
গ. লিটারের স্থায়ীত্বকালের ওপর ভিত্তি করে

ক. উপকরণের ওপর ভিত্তি করে লিটার দু'ধরনের হয়ে থাকে। যথা-

জৈবিক লিটার, যেমন-কাঠের গুঁড়ো, আখের ছোবড়া ইত্যাদি।

১. জৈবিক লিটার: যখন জৈব পদার্থ, যেমন-কাঠের গুঁড়ো, আখের ছোবড়া ইত্যাদি লিটার ব্যবহার করা হয়।
২. অজৈবিক লিটার: যখন অজৈব পদার্থ, যেমন-ছাই, বালি ইত্যাদি লিটার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

খ. পুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে লিটার দু'ধরনের হয়ে থাকে। যথা-

১. সাধারণ লিটার: এ ধরনের লিটার সাধারণত ৫-৭ সেমি পুরুত্ব হয়ে থাকে। ব্রয়লার উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ ধরনের লিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
২. ডিপ লিটার: এ ধরনের লিটার সাধারণত ১২-২৩ সেমি পুরুত্ব হয়ে থাকে। ডিমপাড়া মুরগি পালনের ক্ষেত্রে এ ধরনের লিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

গ. স্থায়িত্ব কালের ওপর ভিত্তি করে লিটার দু'ধরনের হয়ে থাকে। যথা-

১. তাজা লিটারঃ সাধারণত ২ মাস সময়কাল পর্যন্ত লিটার প্রায় পরিষ্কার থাকে। তাই একে তাজা লিটার বলে।
২. বিল্ট আপ লিটারঃ সাধারণত ৬ মাসের পুরনো লিটারকে বিল্ট আপ লিটার বলে।

লিটার পরিচর্যার জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ

ছোট বাচ্চার জন্য তুষ বা কাঠের গুঁড়ো ব্যবহার করতে হয়।

১. লিটার কেনার সময় পোল্ট্রির বয়স এবং কী উৎপাদনে পালন করা হবে তা বিবেচনা করতে হবে। যেমন-ছোট বাচ্চার জন্য তুষ বা কাঠের গুঁড়ো ব্যবহার করতে হয়। এদের জন্য খড়ের টুকরো উপযোগী নয়।
২. লিটার বিছানোর আগে ঘরের মেঝে ফিনাইল পানি, লাইজল, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। তবে কিছু না পেলে চুনের পানি দিয়েও মেঝে ধোয়া যায়। মেঝে শুকানোর পর তাতে লিটার বিছানো উচিত।
৩. সাধারণত গ্রীষ্মকালের তুলনায় শীতকালে লিটার কিছুটা পুরু করে দিতে হবে।
৪. লিটার মাঝে মাঝে ওলটপালট করে দিয়ে হাইড্রেট লাইম বা সুপার ফসফেট ১০ ঘনফুটের (০.২৪ ঘন মিটার) জন্য ২২৫ গ্রাম হিসেবে দিতে হবে। এতে লিটারের আর্দ্রতা দূর হয় এবং গুণাগুণ বেড়ে যায়।
৫. শুকনো দিনে লিটার থেকে ধুলোর সৃষ্টি হয়ে যাতে পোল্ট্রির শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধার সৃষ্টি না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক সময় হালকা পানির স্প্রে করে লিটারকে ধুলোমুক্ত করতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন লিটার ভিজে না যায়।

বর্ষার পর ও শীতের শুরুতে লিটার পাল্টে দেয়া দরকার।

৬. বর্ষার পর ও শীতের শুরুতে লিটার পাল্টে দেয়া দরকার।
৭. বছরের যে সময়ে শুকনো থাকে ও বৃষ্টি হয় না, লিটার শুরু করার পক্ষ্যে সে সময় উপযোগী। বর্ষাকালে লিটার শুরু করা উচিত নয়।
৮. লিটার বিছানোর পর অন্তত দু'মাস সপ্তাহে দুদিন পোল্ট্রিকে ককসিডিয়ার উসিস্টনাশক ওষুধ খেতে দেয়া উচিত। কারণ, এ সময়ে মধ্যে ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়কলাপের মাধ্যমে লিটারের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে এবং লিটার রোগের জীবাণু নষ্ট করার ক্ষমতা লাভ করে।

৯. এ পদ্ধতিতে পোল্ট্রির ঘর ঘন ঘন পরিষ্কার করতে হয় না ফলে খরচ কম হয় এবং ঘরে দুর্গন্ধ হয় না।
১১. এ পদ্ধতিতে পোল্ট্রির স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং পোল্ট্রি আরামে থাকে।
১২. ব্রয়লার এবং প্রজনন উপযোগী পোল্ট্রি পালনের জন্য এ পদ্ধতি অধিকতর ভাল।

খামারে দৈনন্দিন কার্যক্রম ঃ

খামারের দৈনন্দিন কার্যক্রম যথাযথভাবে পালন করলে খামার লাভজনক হয়। নিচে খামারের দৈনন্দিন কার্যক্রমসমূহ উল্লেখ করা হল-

১. প্রতিদিন পানি ও খাবার পাত্র পরিস্কার করে পানি ও খাবার সরবরাহ করা।
২. খাবার দেয়ার পর সব মুরগি খাবার খাচ্ছে কিনা তা দেখা।
৩. অসুস্থ মুরগিকে দেখামাত্রই আলাদা করা।
৪. দৈনিক ২ বার ডিম সংগ্রহ করা।
৫. নষ্ট ও বাতিল ডিমের হিসাব রাখা।
৬. দৈনন্দিন হিসাব সংরক্ষণ করা।
৭. মুরগির খাদ্য তৈরি করা।
৮. খামারে অন্তত ১৫ দিনের খাদ্য মজুত রাখা।
৯. দৈনিক উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের হিসাব রাখা।
১০. উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা সংগ্রহ ও সরবরাহ করা।
১১. পুরাতন মুরগি পরিবর্তন এবং নতুন বাচ্চা ও মুরগি ক্রয় করা।
১২. অসুস্থ, মৃত ও বাতিল মুরগির হিসাব রাখা।
১৩. টিকা কর্মসূচী দেখা ও প্রয়োজনে টিকা দেয়া।
১৪. লিটার পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনে পরিচর্যা করা।
১৫. খাঁচায় মুরগি পালন করলে নিচের ময়লা পরিষ্কার করা।
১৬. খামারের পরিবেশ ও সরঞ্জামাদি নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।

উলে্লখিত কাজসমূহ ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে খামারে কর্মরত শ্রমিক সম্পাদন করে থাকে।

ক. খামার ব্যবস্থাপকের দৈনন্দিন কাজ

১. সূর্য উঠার আগে খামারে গমন।
২. প্রতি ঘরে আলোর অবস্থা নিরীক্ষণ।
৩. সকালের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের হাজিরা নিরীক্ষণ।
৪. খাদ্যগুদামে থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য বরবরাহ সরবরাহ করা।
৫. সব ঘর প্রদক্ষিণ করে মুরগির স্বাস্থ্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণ।
৬. মৃত, দুর্বল, রোগাক্রান্ত মুরগি নির্দিষ্ট জায়গায় অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৭. প্রত্যেক ঘরে খাদ্যপাত্র, পানির পাত্র পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তদারকীকরণ।
৮. সকাল ৮ টার মধ্যে মুরগিকে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৯. সকালের কাজ শেষ করে ১ ঘন্টা বিরতি। বিরতির পর-

- সকাল ১০-১২ টার মধ্যে অফিসের কাজ সমাপ্ত।

- দুপুর ১২ টায় মুরগির ঘরে গিয়ে ডিমপাড়ার অবস্থা এবং ডিম গ্রহণকারী শ্রমিকের কাজ পর্যবেক্ষণ।
- প্রথমবার (দুপুর বেলায়) মোট কত ডিম সংগ্রহ হল তা হিসাব নেয়া।
- দুপুরে বিশ্রাম (বেলা ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত)।

১০. বেলা ২টায় আবার মুরগির ঘরে খাদ্য সরবরাহ পর্যবেক্ষণ শেষে অফিসের কাজ।
১১. বিকাল ৪টায় দ্বিতীয় বার ডিম সংগ্রহের পরিমাণ দেখা এবং দিন শেষে মোট কত ডিম উৎপাদন হল তা লেখা।
১২. বিকাল ৫টায় বাড়ি যাওয়ার আগে প্রত্যেক শ্রমিকদের নির্দিষ্ট কাজের হিসাব গ্রহণ ও মুরগির ঘরে গিয়ে মুরগির শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
১৩. আলোকায়নের অবস্থা ঠিক আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে বাড়ি গমন।

খ. খামারে শ্রমিকের দৈনন্দিন কাজ

১. সকালে খামারে এসে নিজের পরিহিত কাপড় বদলিয়ে খামারে কাজের নির্দিষ্ট পোশাক পরা।
২. নির্ধারিত মুরগির ঘরে মৃত বা অসুস্থ বা দুর্বল মুরগি বাছাই করা।
৩. সাবান দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে খাবার পাত্র, পানির পাত্র পরিস্কার করা।
৪. প্রত্যেক খাদ্য এবং পানির পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা।
৫. দুপুর ১২ টায় ডিমপাড়া ঘরের ডিম সংগ্রহ করা।
৬. ডিম সংগ্রহ ও অফিসে জমা দেয়ার পর বিশ্রাম।
৭. বেলা ২টায় আবার খাদ্য ও পানি সরবরাহ।
৮. বিকাল ৪টায় দ্বিতীয় বার ডিম সংগ্রহ করা ও জমা দেয়া।
৯. প্রয়োজনে অথবা অসুবিধা দেখা দিলে ম্যানেজারের দৃষ্টি আকর্ষণ।
১০. বিকাল ৫টায় রাতের পাহারাদারের খামারে আগমন ও প্রত্যেক ঘরে মুরগির অবস্থা দেখা।
১১. ঘরে দরজার তালা ঠিকমত আটকানো আছে কিনা তা নিশ্চিতকরণ।
১২. খামারে রাতের খাবার সরবরাহ করা।
১৩. রাতে চোর ও বন্যপ্রাণী থেকে সাবধান থাকা।

সারমর্ম

উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে প্রধানত তিন ধরনের পোল্ট্রির খামার স্থাপন করা যায়। যেমন- মাংস উৎপাদনের জন্য ব্রয়লার খামার, ডিম উৎপাদনের জন্য লেয়ার খামার ও পোল্ট্রির বাচ্চা উৎপাদনের জন্য হ্যাচারি খামার। বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামার স্থাপনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লাভজনকভাবে খামার স্থাপনের জন্য উন্নত জাত, সুষম খাদ্য, উপযুক্ত বাসস্থান, রোগ প্রতিরোধ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়সমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পোল্ট্রি উৎপাদনের জন্য লিটার বিশেষ ভূমিকা রাখে। পশুপাখির বিছানাকেই ইংরেজিতে লিটার বলে। লিটার হিসেবে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব বস্তু ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জৈবিক বস্তুসমূহের মধ্যে সাধারণত কাঠের গুঁড়ো, কাঠের ছিলকা, তুষ, ধান বা গমের শুকনো খড়ের টুকরো, শুকনো ঘাস, আঁখের ছোবড়া ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। অজৈবিক বস্তুসমূহের মধ্যে ছাই, বালি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। খামার ব্যবস্থাপক ও খামারের শ্রমিক তাদের দৈনন্দিন দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করলে লাভজনক পোল্ট্রি খামার গড়ে তোলা সম্ভব।

পাঠোত্তোর মূল্যায়ন ১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. মাংস উৎপাদনের জন্য যে খামার করা হয় তাকে কী বলে?

ক। লেয়ার খামার খ। ব্রয়লার খামার

গ। স্কোয়াব খামারঘ। হ্যাচারী

২. ডিপ লিটারের পুরুত্ব কতটুকু হয়?

ক। ১২-২৩ সেমি খ। ১৪-১৫ সেমি

গ। ১০-১২ সেমি ঘ। ৮-১০ সেমি

৩. খামারে বার্ষিক গড়ে ডিম উৎপাদনক্ষমতা কত ধরা হয়?

ক। ৭০-৭৫% খ। ৬০-৬৫%

গ। ৮০-৮৫% ঘ। ৫০-৫৫%

৪. কোনটি জৈবিক লিটার নয়?

ক। কাঠের গুঁড়ো খ। আখের ছোবড়া

গ। ধানের তুষ ঘ। বালি

পাঠ ১৩.২

খামারের আয় ব্যয়ের হিসাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খামার স্থাপন ও পরিচালনায় কী কী খরচ হয় তা জানতে ও লিখতে পারবেন।
- খামার থেকে আয়ের খাতওয়ারী হিসাব জানতে ও লিখতে পারবেন।
- ব্রয়লার খামার স্থাপন ও পরিচালনার জন্য একটি প্রকল্প তৈরি করতে পারবেন।
- ডিমপাড়া খামার স্থাপন ও পরিচালনার জন্য একটি প্রকল্প তৈরি করতে পারবেন।
- বাণিজ্যিকভাবে মুরগি পালনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ জানতে ও লিখতে পারবেন।

খামারের আয় হিসাব করার পূর্বে খরচসমূহ আলোচনা প্রয়োজন। খামারের হিসাব সংরক্ষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। লাভজনকভাবে খামার করতে হলে হিসাব সঠিকভাবে রাখতে হবে। খামারের হিসাবকে সাধারনত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

লাভজনকভাবে খামার করতে হলে হিসাব সঠিকভাবে রাখতে হবে।

(ক) স্থায়ী খরচ বা মূলধন ব্যয় (Non-recurring or Capital expenditure)
(খ) আবর্তক বা চলমান খরচ (Recurring expenditure)

(ক) স্থায়ী খরচঃ

খামার স্থাপনের জন্য জমি ক্রয়, ঘরবাড়ি তৈরি, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, বিষ্ঠা সংরক্ষণ পিট ও যানবাহন ক্রয় বাবদ যে অর্থ ব্যয় হয় তাকে স্থায়ী খরচ বলে। স্থায়ী খরচকে মূলধন ব্যয়ও বলা হয়। স্থায়ী খরচের খাতওয়ারী হিসাব নিম্নরূপ-

স্থায়ী খরচকে মূলধন ব্যয়ও বলা হয়।

১. খামার স্থাপনের জন্য জমির মূল্য
২. মুরগির বাসস্থান বাবদ খরচ।
৩. অফিস, গুদাম, শ্রমিকের ঘর, ডিম সংরক্ষণাগার, অসুস্থ মুরগির ঘর, বিষ্ঠা সংরক্ষণ ইত্যাদি বাবদ খরচ।
৪. আসবাবপত্র ও যানবাহন ক্রয় বাবদ খরচ।

(খ) আবর্তক খরচঃ

হাঁস-মুরগির খামারে বাচ্চা ক্রয়, খাদ্য খরচ, শ্রমশক্তি, ডেপ্রিসিয়েশন খরচ, টিকা, ওষুধ, বিদুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদিতে যে টাকা খরচ হয় তাকে আবর্তক খরচ বা দৈনন্দিন ব্যয় বলে। আবর্তক খরচে নিম্নলিখিত খাতসমূহ অন্তর্ভূক্ত। যথা-

১. মুরগি বা বাচ্চা ক্রয়
২. সুষম খাদ্য খরচ
৩. টিকা ও ওষুধের মূল্য
৪. জনবলের বেতন-ভাতা
৫. পরিবহন ও যাতায়াত খরচ
৬. মূলধনের সুদ

৭. ডেপ্রিসিয়েসন বা অপচয় খরচ
৮. মূলধনের সুদ
৯. মেরামত খরচ
১০. গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির বিল
১১. বিজ্ঞাপন ব্যয়
১২. নষ্ট বা বাতিল ডিমের মূল্য
১৩. মৃত মুরগির মূল্য ইত্যাদি।

(গ) খামারের আয়

খামারের উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্য যেমন-ডিম, ব্রয়লার, লিটার ইত্যাদি বিক্রি করে খামারের আয় হয়। তাছাড়া ডিমপাড়া মুরগি, অব্যহৃত পুরনো জিনিস বিক্রি করেও খামারের আয় হয়। এসব পণ্যের বিক্রয়ের হিসাব খাতা বা রেজিস্টারে লিখে রাখতে হয়। পোল্ট্রি খামার থেকে আয়ের খাতওয়ারী হিসাব নিম্নরূপ-

১. ডিম বা ব্রয়লার বিক্রি বাবদ আয়।
২. উৎপাদন শেষে ডিমপাড়া মুরগির বিক্রিত মূল্য
৩. লিটার বা বিষ্ঠার মূল্য
৪. খামারের উৎপাদিত কোন ফসল থেকে আয়
৫. পুরনো বা অব্যবহৃত জিনিসপত্র বিক্রি

দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের একটি নমুনা (আনুমানিক)

ক. দৈনিক খরচের হিসাব (১০০টি ডিমপাড়া মুরগির জন্য)

তারিখ	মুরগির খাদ্য খাওয়ার পরিমাণ	প্রতি কেজি খাদ্যের মূল্য	মোট খাদ্য খরচ	শ্রমিক বা অন্যান্য খরচ	সর্বমোট দৈনিক খরচ
০১/০১/২০১২	১০ কেজি	৩০ টাকা	৩০০ টাকা	১০০ টাকা	৪৩০টাকা

খ. দৈনিক আয়ের হিসাব

তারিখ	দৈনিক ডিম উৎপাদন	প্রতিটি ডিমের মূল্য	ডিম হতে আয়	অন্যান্য উৎস হতে আয়	দৈনিক মোট আয়
০১/০১/২০১২	৮০ টি	৭ টাকা	৫৬০ টাকা	২ টাকা	৫৬২ টাকা

গ. দৈনিক লাভ (প্রকৃত)

দৈনিক আয় হতে দৈনিক ব্যয় বাদ দিলে দৈনিক লাভের হিসাব পাওয়া যাবে।
দৈনিক লাভ = দৈনিক আয়-দৈনিক খরচ = ৫৬২-৪৩০ = ১৩২ টাকা।

বাণিজ্যিকভাবে মুরগি পালনের বিবেচ্য বিষয় ঃ

বাণিজ্যিকভাবে মুরগি পালনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে-

১. মূলধনঃ মুরগি পালনের প্রধান বিবেচ্য বিষয় মূলধন। মূলধন খামারের আকার ও ধরনের ওপর নির্ভর করে।
২. জমিঃ মুরগির বাসস্থান নির্মাণের জন্য জমি থাকতে হবে। তবে জমি ভাড়া/লিজ নেয়া যেতে পারে।
৩. খামারে অবস্থানঃ খামারটি খোলামেলা উঁচু জায়গায় নির্মাণ করতে হবে। পানি ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকবে।
৪. যোগাযোগ ঃ শহরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে এমন জায়গায় মুরগি পালন করতে হবে।
৫. বাসস্থান নির্মাণঃ নির্বাচিত জায়গায় মুরগি পালনের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নির্মাণ করতে হবে।
৬. জাতঃ মুরগি পালনের জন্য উন্নত জাতের মুরগি বা বাচ্চা ক্রয় করতে হবে।
৭. সুষম খাদ্যঃ মুরগিকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
৮. রোগ ব্যাধির চিকিৎসাঃ মুরগিকে নিয়মিত সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হবে। তাছাড়া কোন মুরগি রোগাক্রান্ত হলে আলাদা করে চিকিৎসা করতে হবে।
৯. মুরগি বাছাইঃ অসুস্থ দুর্বল ও ডিম না দেয়া মুরগি বাছাই করতে হবে।
১০. বাজারজাতকরণঃ খামারে উৎপাদিত ডিম, মাংস বা মুরগি সময় মত বাজারজাত করতে হবে।

সারমর্ম

খামারের আয় হিসাব করার পূর্বে খরচসমূহ আলোচনা প্রয়োজন। খামারের হিসাব সংরক্ষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। লাভজনকভাবে খামার করতে হলে হিসাব সঠিকভাবে রাখতে হবে। খামারের হিসাবকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- স্থায়ী খরচ বা মূলধন ব্যয় ও আবর্তক বা চলমান খরচ। হাঁস-মুরগির খামারে বাচ্চা ক্রয়, খাদ্য খরচ, শ্রমশক্তি, ডেপ্রিসিয়েশন খরচ, টিকা, ওষুধ, বিদুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদিতে যে টাকা খরচ হয় তাকে আবর্তক খরচ বা দৈনন্দিন ব্যয় বলে।

পাঠোত্তোর মূল্যায়ন ১৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. স্থায়ী খরচের মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য নয়?
ক। জমি ক্রয় গ। ঘরবাড়ি তৈরি
খ। যন্ত্রপাতি ক্রয় ঘ। বাচ্চা ক্রয়

২. যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র বাবদ ডেপ্রিসিয়েশন খরচ কত?
ক। ২% গ। ১০%
খ। ৫% ঘ। ১৫%

৩. মূলধন বিনিয়োগের অংশ নয় কোনটি?
ক। ঘর তৈরি গ। পানির পাত্র ক্রয়
খ। ব্রুডার ক্রয় ঘ। জমি ক্রয়

৪. ব্রয়লার খামারে বাচ্চার স্বাভাবিক মৃত্যুর হার কত?
ক। ৪% গ। ৬%
খ। ২% ঘ। ৮%

চূড়ান্ত মূল্যায়ন -ইউনিট-১০

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগির খামার পরিকল্পনা বর্ণনা করুন।
২। লিটার সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।
৩। ৫০০ টি ডিমপাড়া মুরগির খামার স্থাপনের প্রকল্পের বর্ণনা দিন।
৪। বাণিজ্যিক মুরগি পালনের বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। লিটার কী? মুরগির লিটারের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
২। খামারে খামার ব্যবস্থাপকের দৈনন্দিন কাজ উল্লেখ করুন।
৩। লিটারের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।
৪। খামারের হিসাব কতভাগে ভাগ করা যায়, বর্ণনা দিন।